বৈদ্যনাথ

(গল্পগ্রন্থ – যাত্রাবদল)

তিন দিন ধরিয়া কলিকাতায় বেজায় বর্ষা নামিয়াছে। এ ধরনের বর্ষা এ বছর পড়ে নাই। ছাতিতে জল আটকায় না—কারণ সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াও তেমনি, রাস্তায় রাস্তায় জলবাধিয়া গিয়াছে। ট্রামে দিনের বেলা আলো জ্বালানো,দোকানে দোকানে সামনের দিকে তেরপল ফেলা, পথেঘাটে লোকজনও খুব বেশি যে চলাফেরা করিতেছে এমন নয়।

আপিসে যাইতেছি, বেলা দশটা কি বড় জোর দশটা পনেরো। ট্রামে যাইতে পারিতাম কিন্তু এ বর্ষায় হাঁটিয়াযাইতে বড় ভালো লাগিতেছিল, ট্রাম লাইন পার হইয়াহাঁটা পথ ধরিলাম।

বউবাজারের মোড়ে কে পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল—দাদা,—ও দাদা—দাদা শুনুন—

আমাকেই ডাকিতেছেন নাকি ?ফিরিয়াই চাহিয়া দেখিলাম।যে ডাকিতেছিল, সে কাছে আসিল। বছর পনেরো ষোলবয়স, পরনের কাপড় যৎপরোনাস্তি ময়লা, গায়ে চার-পাঁচ জায়গায় ছেঁড়া কোট, মাথার চুল রুক্ষ, ঝাঁকড়া, খালি পা; রাঙা রাঙা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—চিন্‌তেপাচ্ছেন না দাদা, আমি বদ্দিনাথ।

ও ! সেজ মামার ছেলে বোদে ! এর বয়স যখন বছর দশেকতখন ইহাকে দেখিয়াছিলাম, তারপর বছর পাঁচ-ছয় আরদেখি নাই। কিন্তু না দেখিলেও ইহার বিষয় সব শুনিয়াছি। অতি বদ্‌ ছোকরা, দশ বছর বয়সে বাড়ি হইতে পলাইয়াহুগলীতে কোন্‌ যাত্রার দলে ঢোকে, বছর খানেক খোঁজখবরছিল না, হঠাৎ রাজসাহী হইতে এক বেয়ারিংপত্র পাওয়াযায় যে, বদ্দিনাথ টাইফয়েডে মর-মর, শেষ দেখা করিতে হইলে কালবিলম্ব না করিয়া ইত্যাদি। সেজ মামার ছেলের উপর তত টান ছিল না। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-পুত্রাদিলইয়া কায়েমি সংসার পাতাইয়াছেন—প্রথম পক্ষের অবাধ্যছেলে বাঁচুক বা মরুক, তাঁর পক্ষে সমান কথা। কিন্তু বদ্দিনাথের পিসি কাঁদা-কাঁটা শুরু করাতে তিনি দ্বিতীয় পক্ষের বড় শালাকে রাজসাহীতে পাঠাইয়া দেন। সেযাত্রাবদ্দিনাথ বাঁচিয়া উঠিল, চুল-ওঠা জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা লইয়াবাড়িও ফিরিল কিন্তু মাস তিনেকের মধ্যেই আবার উধাও, আবার নিখোঁজ। এবারও আর এক যাত্রাদলে বছরখানেকঘুরিয়া বোদে নগদ সতেরোটি টাকা হাতে করিয়া বাড়িআসিল ও সৎমায়ের কাছে জমা রাখিল; অত বড় ছেলেবাড়ি বসিয়া খায় ও দু'তিনদিন অন্তর সৎমায়ের কাছে পয়সাচাহিয়া লয়, আজ আট আনা, কাল তিন আনা, তার পরদিনএক টাকা। চুল ছাঁটিতে হইবে, শার্ট তৈরি করিতে হইবে, বন্ধু-বান্ধবে খাইতে চাহিয়াছে, নানা অজুহাত। আসলে জানা গেল যে, বিড়ি সিগারেটেই বদ্দিনাথের মাসেচার-পাঁচ টাকা লাগে। তাছাড়া চা, বাবুগিরি, সাবান, কলিকাতার যাওয়া ইত্যাদি আছে। সে সতেরো টাকার মধ্যেটাকা দুই সংসারের সাহায্যে লাগিয়েছিল, বাকিটা বদ্দিনাথের ব্যক্তিগত শখের খরচ জোগাইতে ব্যয়িত হয়।সেজ মামার সংসারের অবস্থা খুব সচ্ছল নয়, দুই টাকায়যখন বদ্দিনাথ সাত মাস বসিয়া খাইল এবং নিজের টাকা ফুরাইলে জোর-জুলুম গাল-মন্দ করিয়া বিমাতার নিকটহইতে আরোদু'চার টাকা আদায় করিল—তখন সেজমামাস্পষ্ট জানাইয়া দিলেন, তাহাকে এরূপ ভাবে বসিয়া খাওয়াইতে তিনি পারিবেন না। বদ্দিনাথ সে কথায় কর্ণপাত নাকরিয়া আরো সাত মাস বসিয়া সংসারের অন্নধ্বংসকরিল, খুব নিশ্চিন্ত মনেই করিল—আরো কয়েক টাকাসৎমায়ের নিকটে আদায় করিল, বৈমাত্র ভাই-বোনদের সঙ্গেঝগড়া বিবাদ মার-ধোর করিল—শেষে সেজমামার বাড়ির (শ্বশুরবাড়ির গ্রামেই সেজ মামা ইদানিং বাস করিয়াছিলেন)কাহার পকেট হইতে টাকা চুরি করিয়া একদিন দুপুরেআহারাদির পরে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। সে আজ বছর-দুই আগেকার কথা।

কিন্তু এ সকল কথাই আমি শুনিয়াছিলাম একতরফা—বদ্দিনাথের শত্রুপক্ষের মুখে। অর্থাৎ তার সৎমা ও বাবারমুখে। বদ্দিনাথের স্বপক্ষেও হয়তো অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু সে কথা আমি শুনি নাই। বদ্দিনাথকে আজ এঅবস্থায় দেখিয়া মনে মনে তাহার উপর সহানুভূতি হইল—বলিলাম—ভিজচিস্‌ কেন ?আয় ছাতির মধ্যে। তারপর এ অবস্থায় কোথা ?শ্রীরামপুরে যাস্‌নি আর ?

শ্রীরামপুরেই সেজমামার শ্বশুরবাড়ি।

বদ্দিনাথ রাঙা দাঁত বাহির করিয়া একগাল হাসিল।—নাদাদা, সেখানে বাবা বাড়ি ঢুকতে দ্যায় না। বলে, টাকারোজগার করবি নে তো বসে বসে তোকে খাওয়ায় কে ?গেছলুম আষাঢ় মাসে। বাবা হুকুম দিয়ে দিলে

আমার ভাত বন্ধ করে দিতে। রাত্তিরে ইস্কুল ঘরে শুয়ে থাকতুম। বাবা দোকানে খাতা লিখতে বেরিয়ে গেলে মাকে গিয়ে বলতুম, ভাত দাও নইলে কি আমি না খেয়ে মরব ?মা চুপি চুপি খাইয়ে দিত। আবার এসে সারাদিন ইস্কুল ঘরে শুয়ে থাকতুম। এ রকম করে ক'দিন কাটে ?সতেরোই আষাঢ় বাড়ি থেকে বেরিয়েচি আবার।

বলিলাম—এ ক'দিন ছিলি কোথায় ?

গাড়িতে গাড়িতে বেড়াচ্চি। পরশু দিল্লি এক্সপ্রেসে গেছলুম, আজ এই এলুম। পথে পথেই ঘুরচি ক'দিনআমার তো আর টিকিট লাগে না। ধরবে কে ?এ গাড়িতেচেকার এল, ও গাড়িতে গিয়ে বসলুম। নিতান্ত ধরলে বল্লুম, গরিব ভিখিরি, পয়সা নেই। বল্লে, নেমে যাও। নিতান্তগালমন্দ দিলে তো নেমে গিয়ে পরের ট্রেনে আবার চড়লুম।গাড়ির মধ্যে বসে থাকলে তবু তো বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচি।

বৃষ্টিটা আবার জোরে আসিল। দু'জনে একটা গাড়িবারান্দার নীচে দাঁড়াইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোরমামার বাড়ি যাস্ নে কেন, শুনেচি তাদের নাকি বেশ অবস্থাভালো ?

—ভালো তো, কিন্তু তারা আমায় দেখতে পারে না। সেবার বসিরহাটে আমাদের দলের গাওনা ছিল তো, ওখান থেকে মামার বাড়ি গেলুম। বড় মামা বল্লে—এখানে কিজন্যে এলি ?দিদিমা বল্লে—যাকে নিয়ে সম্বন্ধ, সে-ই যখনচলে গিয়েছে তখন তোর সঙ্গে আর সুবাদ কিসের ?তুইআর এখানে আসিস নে। সেই থেকে আর যাই নে।

একটা খাবারের দোকানে বসাইয়া বদ্দিনাথকে কিছুখাওয়াইলাম। সে যেরূপ গোগ্রাসে খাইতে লাগিল, তাহাতে বুঝিলাম কয়েকদিন তাহার অদৃষ্টে আহার জোটে নাই বোধ হয়। মনে কষ্ট হইল—ছোঁড়াটার নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ, এই বৃষ্টি বর্ষায় ছেঁড়া কাপড় পরিয়া খালি পেটেআশ্রয়-অভাবে আজ দিল্লি, কাল বেনারস করিয়া রেলেরেলে বেড়াইতেছে, দূর দূর করিয়া শেয়াল-কুকুরের মতোসবাই তাড়াইয়া দিতেছে, এমন কি নিজের বাবা পর্যন্ত।বেচারি তবে যায় কোথায় ?বলিলেই তো হইল না !

ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম—এক কাজ কর বোদে, তুইরাণাঘাটে আমার বাসায় গিয়ে থাক্। চল্ আমি তোকেটিকিট কেটে গাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি—সেখানে বাড়িরছেলের মতন থাকবি, কোনো কষ্ট হবে না, চল্।

টিকিট কিনিয়া গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া বদ্দিনাথের হাতেআনা দুই পয়সা দিয়া বলিলাম—পথে যদি দরকার হয় রইলতোর কাছে।

শনিবার রাণাঘাটে গিয়া দেখিলাম বদ্দিনাথ বাড়িতে মেয়েদের কাছে খুব আদর-যত্ন পাইতেছে। কাপড়-জামামেয়েরা সাবান দিয়া কাচিয়া দিয়াছে, বদ্দিনাথের চেহারারও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মাথার চুল দশ আনা ছ'আনাছাঁটা, বেশ টেরি কাটা, পথের মোড়ে সাঁকোর উপর বসিয়াবিড়ি খাইতেছিল, আমায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিল।

দাদার ছোট মেয়ে পাঁচীর জন্য একখানা সাবানআনিয়াছিলাম, দুপুরের পরে সেখানা ব্যাগ হইতে বাহিরকরিয়া তাহাকে দিতেছি, বদ্দিনাথ ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়াবলিল—ও সাবান কি করবে দাদা, দিন—দিন না ?

আমি একটু অবাক হইয়া গেলাম। ষোল-সতেরো বছরের ছেলে, নিতান্ত খোকাটি নয়—সাত-আট বছরেরমেয়ে, সম্পর্কে তার ছোট ভাইঝি হয়—তার জিনিস কাড়িয়ালইতে যায়, আর বিশেষ করিয়া আমার হাত হইতে !পাঁচীকে বলিলাম—পাঁচী, এ সাবানখানা তোর কাকাকেদে—তোর জন্যে এখানকার বাজার থেকে আর একখানাআনিয়ে দেব'খন। কেমন তো ?

পাঁচী আমার কথার প্রতিবাদ করিল না। নীরবে কাঁদো কাঁদো মুখে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। সাবানখানা বদ্দিনাথ লোভ-লোলুপ ব্যগ্রতার সহিত আমার হাত হইতেএকরূপ লুফিয়াই লইল। মনটা আমার কেমন অপ্রসন্ন হইয়াগেল।

দু'দিন পরে দেখিলাম বদ্দিনাথ বাড়ির ছেলে-মেয়েদেরসকলকে শাসন করিতে শুরু করিয়াছে। কাহাকেও বলিতেছেহাড় ভাঙিয়া গুঁড়া করিব, কাহাকেও বলিতেছে, পিঠেজলবিছুটি দিব ইত্যাদি। হয়তো কেউ খাবারের জন্যবাড়িতে বিরক্ত করিতেছে, কেহ বা বলিতেছে সে আজকিছুতেই চুল ছাঁটিবে না, কেহ বা তেতো ওষুধ খাইতেচাহিতেছে না, কিংবা হয়তো নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবাধাইয়াছে—এই সব তাহাদের অপরাধ। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কেহ বকুনি, মার-ধর করে—এ আমিএকেবারেই পছন্দ করি না। বদ্দিনাথকে ডাকিয়া বলিয়াছিলাম—ওদের কথায় তোর থাক্‌বার দরকার কি রেবোদে ?... ওরা যা খুশি করুক্ না, তুই ওরকম করে বকিস্নে ওদের।

মাঝে আর একবার রাণাঘাটে গেলাম। বদ্দিনাথকেবাড়িতে না দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—বদ্দিনাথকোথায় দেখছিনে যে ?

শুনিলাম সে বাড়িতে প্রায় থাকে না, দু'বেলা খাওয়ারসময় হাজির হয় মাত্র, স্টেশনের কাছে—কোন্ পাঁউরুটিরদোকানে তার আড্ডা—সেখানে দিন-রাত বসিয়া ইয়ার্কি দেয়। বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাহার নামে নানা অভিযোগউত্থাপিত করিল। দাদার মেয়ে বলিল—আমার সেসাবানখানা বদ্দিনাথ কাকা কেড়ে নিয়েচে, বল্লে—যদি নাদিস্ তোকে চিংড়ি মাছ বানাব।

সন্ধ্যার সময়ে মোহিত ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারিতেবসিয়া চা খাইতেছি—বদ্দিনাথ আসিয়া বলিল—চার আনা পয়সা দিন্, বউদি বলে দিলেন বাজার থেকে আলু নিয়েযেতে হবে। বদ্দিনাথের উপর মনটা তত প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু পয়সা দিতে গিয়া মনে মনে ভাবিলাম—যাই হোক, দুষ্টুমিই করুক আর যাই করুক, বাসার একটু-আধটু সাহায্যতো ওকে দিয়ে হচ্ছে !...বয়েস কম, দুষ্টুমি একটু-আধটুকরেই থাকে।

দু'তিন দিন পরে বউদি আবার কতকগুলি নতুনঅভিযোগ বদ্দিনাথের বিরুদ্ধে যখন আনিলেন—তখন ওইকথাই আমি বলিলাম। বউদি বলিলেন—কবে কোন্ কাজ করেও ?কে বলেছে তোমায় ঠাকুরপো ?শুধু খাওয়া আরপাঁউরুটির দোকানে না কোথায় বসে ইয়ার্কি দেওয়া, এছাড়াআর কি কাজ ওর ?

বলিলাম—কেন, হাট-বাজার তো প্রায়ই করে। এই তোসেদিনও তুমিই ওকে বাজার করতে দিয়েছিলে, আলু নাকি—এর আগেও তো অনেকবার—

বউদিদি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—আমি। কবে—কইআমার তো মনে হয় না, কে বল্লে ?

আমি বলিলাম—বল্‌বে আবার কে ?আচ্ছা দাঁড়াও, ভজিয়ে দিচ্চি।

আমার মনেও কেমন সন্দেহ হইল। বদ্দিনাথকেডাকাইলাম কিন্তু তাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। বউদিদিবলিলেন, তিনি দিব্য করিতে প্রস্তুত আছেন যে, বদ্দিনাথকেকখনো কিছু কিনিয়া আনিতে তিনি দেন নাই। তখন মনে পড়িল বদ্দিনাথ এটা-ওটা বাড়ির ফরমাশের ছুতায় আমারনিকট হইতে দু'আনা চার আনা অনেকবার আদায় করিয়াছে, প্রায়ই যখন মোহিত ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারিতে বসিয়া আড্ডা দিই, সেই সময় গিয়া চায়—উঃ, ছোকরা কি ধড়িবাজ, ঠিকই বুঝিয়াছিল যে আমি যখন আড্ডায় মশগুল, তখন পয়সা চাহিলেও আমি তাহার কাছে কোনো কৈফিয়তচাহিব না, কেন পয়সা, কিসের জন্য পয়সা—অথবাবাড়িতেও সে বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাইব।

ভাবিলাম, ছোঁড়াকে এমন শিক্ষা দিব যাহাতে ওপথে আর কখনো না যায়, কিন্তু সেদিন আমি আহারাদি করিয়া রাত্রের ট্রেনে যখন কলিকাতা রওনা হইলাম, তখন পর্যন্তবদ্দিনাথ বাড়ি ফেরে নাই।

পুনরায় বাড়ি আসিলাম মাসখানেক পরে।

বদ্দিনাথের কথা তখন নানা কাজে একরূপ চাপা পড়িয়াগিয়াছে—তাহার উপর রাগটাও পড়িয়া গিয়াছে। পূজারঅল্পই দেরি, রাণাঘাটের বাজারেই প্রতি বছর কাপড়-চোপড়কিনি, কে বহিয়া আনে কলিকাতা হইতে ?হইল না হয় দু'এক পয়সা দর বেশি। বাড়ির ছেলেমেয়ে সঙ্গে লইয়াকাপড়ের দোকানে গিয়া পছন্দসই জিনিস কিনিবার বেশএকটা আনন্দ আছে, কলিকাতা হইতে মোট বাঁধিয়া কাপড়কিনিয়া আনিলে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।বদ্দিনাথ আর্জি পেশ করিল তাহার কাপড় চাই, জুতা চাই, শার্ট চাই, গামছা চাই, একটা টিনের তোরঙ্গ চাই।

দেখিলাম অনেক টাকার খেলা। তোরঙ্গের কি দরকার এখন ?থাক এখন, পুজোর পর দেখা যাইবে। দু'জোড়াকাপড় কেন, এখন এক জোড়াই চলুক, একটা শার্টেই পূজাকাটিয়া যাইবে এখন। জুতা একেবারেই নাই ?পায়ের মাপটা দিলে বরঞ্চ আসচে শনিবার চীনেবাড়ি—

পূজার সপ্তমীর দিন একটা ঘটনা ঘটিল। বৈঠকখানায়বসিয়া দৈনন্দিন বাজার-হিসাব লিখিতেছি, বাহির হইতেঅপরিচিত চড়া গলায় কে বলিল—এইটে কি সামন্ত পাড়ারবিনোদ চৌধুরীর বাড়ি ?

জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলাম—আমারই নাম। কিচাই ?

মড়ুইপোড়া বামুনের মতো চেহারা একটা পাকসিটে গড়নের লোক ঘরে প্রবেশ করিল। মাথার চুলকাঁচায়-পাকায় মেশানো, আর লম্বা লম্বা, গায়ে আধময়লা গেঞ্জির ওপরে একটা চাদর। হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—ভালোই হল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রণাম হই চৌধুরী মশায়। কথাটা বল্‌তেই হয়শেষকালটা। আপনার ছোট ভাই সুরেন আমাদের দোকানথেকে—

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—আমার ছোট ভাই সুরেন ?

—হ্যাঁ, ওই যে লম্বা, একহারা কালোমতো চেহারা, ছোক্‌রা, ষোল-সতেরো বছর বয়স—

বুঝিতে বিলম্ব হইল না লোকটা কাহার কথা বলিতেছে।বলিলাম, হ্যাঁ, কি করেচে শুনি ?

—কি আর করবে ?সর্বনাশ করেছে মশাই। আমাদেরওই ইস্টিশনের মোড়ে রুটিবিস্কুটের কারখানা আরদোকান—দেখেচেন বোধ হয়, বাবু তো ওইখান দিয়েইযান আসেন। আমার নাম রতন ঠাকুর, শ্রীরামরতন বাঁড়ুয্যে। আজ্ঞে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়, কি করে পেটের দায়ে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—তারপর কি হয়েচেবলছিলেন ?

সে এক লম্বা গল্প করিয়া গেল। বদ্দিনাথ ওখানে বসিয়াআড্ডা দিত, আমার সহোদর ভাই এবং নাম সুরেন এইপরিচয় দিয়া সেখানে খুব খাতির জমাইয়াছিল। বলিত, দাদার সঙ্গে বনিতেছে না, শীঘ্রই সে নাকি পৃথক হইবে।রাধাবল্লভতলায় একখানা বাড়ি আছে, তাহারই ভাগেপড়িবে সেখানা। তখন সে-ও রতন ঠাকুরের রুটি-বিস্কুটেরব্যবসায় যোগ দিবে, কিছু মূলধন ফেলিতেও রাজী আছে।রতন ঠাকুর তাহাকে বিশ্বাস করিয়া দোকানে বসাইয়া মাঝেমাঝে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নিজের ভেন্ডারদের কাছেযাইত—এরকম আজ মাস দুই চলিয়া আসিতেছে, রতন কোনো অবিশ্বাস করিত না। ইদানিং রতন তাহারই উপরকেনাবেচার ভার দিয়া হয়তো দু'পাঁচ ঘণ্টার জন্য দোকানেঅনুপস্থিত থাকিত। গতকল্য রতন চাকদায় গিয়াছিল কিকাজে; বদ্দিনাথকে দোকানে বসাইয়া গিয়াছিল। আজসকালে ক্যাশ মিলাইতে গিয়া রতন দেখে ছাব্বিশ টাকাতেরো আনা ক্যাশবাক্স হইতে উধাও হইয়াছে। নিশ্চয়ই এবদ্দিনাথ ছাড়া কাহারও কাজ নয়, হইতেই পারে না, তাই সে সকালেই ছুটিয়া আমার কাছে আসিয়াছে।

কোনোরকমে বুঝাইয়া ভরসা দিয়া রতন ঠাকুরকে বিদায় দিলাম। যখন আমার সহোদর ভাই বিশ্বাসে রতন ঠাকুর তাহাকে প্রশ্রয় দিয়াছে, তখন সে আমার যে-ই হোক্—টাকা মারা যাইবে না রতনের। না হয় আমি নিজেই দিব।

বদ্দিনাথকে রতনের সামনে ডাকানো আমি উচিতবিবেচনা করিলাম না, ঘরের ভিতর তর্কাতর্কিকথা-কাটাকাটি আমি পছন্দ করি না।

রতন চলিয়া গেলে বদ্দিনাথকে ডাকাইয়া বলিলাম—আমার এখানে থাকা তোমার পোষাবে না বদ্দিনাথ, তুমিঅন্য জায়গা দেখে নাও।

বিকালে বদ্দিনাথ পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া বিদায় লইল।এর পরে বদ্দিনাথকে দেখি নাই আর অনেক দিন।

মাস পাঁচ ছয় পরে ট্রেনে কলিকাতা হইতে ফিরিতেছি, ব্যারাকপুরের প্ল্যাটফর্মে হঠাৎ দেখি অতি মলিন এক কাছাগলায় বদ্দিনাথ। ব্যাপার কি ?সেজমামা ও মামিমা দিব্য সুস্থদেহে বর্তমান আছেন, গত শনিবারেও দেখা করিয়াআসিলাম, তবে বদ্দিনাথের গলায় কাছা কিসের ?ব্যাপারভালো করিয়া বুঝিবার পূর্বেই বদ্দিনাথ আমার গাড়ির দরজাতে আসিয়া পৌঁছিল এবং ইনাইয়া বিনাইয়া যাত্রীদের কাছে বলিতে লাগিল যে সম্প্রতি তাহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে, তাহার আর কেহ নাই, কি করিয়া মাতৃদায় হইতে উদ্ধার হইবে ভাবিয়া ভাবিয়া রাত্রে ঘুম হয় না, অতএব—ইত্যাদি।

আমি দেখিলাম, আমার কামরায় আসিল বলিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি সে কামরা হইতে নামিয়াঅন্য একখানা গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। কি বিপদ ! কি বিপদ !এমন বিপদেও মানুষে পড়ে !

একদিন বড়মামার বাসায় গিয়া গল্পটা করিলাম। বড়মামাবলিলেন—ওর কথা আর বোলো না। মধ্যে কি মাসটাএখানে তো এল। তোমার মামিমা বল্লেন, বোদে তুই তোএলি—তোর পকেটে তো একটা পয়সাও নেই দেখছি—আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে রে। বোদে বল্লে, আমারও ভয়হচ্ছে জ্যাঠাইমা, টুনুর গলার হার, ছোট খুকির বালা সামলেরাখো। তোমার মাসিমা তখনি তাদের হার বালা সব খুলেট্রাঙ্কের মধ্যে পুরলেন। খুব সকালে বদ্দিনাথ চলে গেল, আমি তখনো মশারির মধ্যে শুয়ে। একটু বেলা হলে দেখি, আমার বাঁধানো হুকোটা ঘরের কোণে নেই। খোঁজ খোঁজ—আর খোঁজ !... কার কীর্তি বুঝতে বাকি রইল না। সেইথেকে আর তাকে দেখি না। ছোক্‌রাটা এমন করে উচ্ছন্নে গেল ! ওর বাবারও দোষ নেই। ওকে মানুষ করবার চেষ্টাযথেষ্ট করেছিল কিন্তু যে মানুষ না হবার, তাকে মানুষ করেকার সাধ্যি ?

পুজোর পরে সেজো মামার পত্রে জানিলাম, দত্তপুকুরেরজমিদারি কাছারি হইতে একখানা পুরানো কাপড় চুরিকরিবার ফলে বদ্দিনাথের জেল হইয়াছে তিন মাস। জেলহইতে বাহির হইবার অনেক দিন পরে সে একবার রাণাঘাটেআমার বাসায় আসিল। সবারই মুখে শুনিতে পাইলামবদ্দিনাথ ভালো হইয়া গিয়াছে, কি করিয়া তাহারা এ কথাজানিল, আমি তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ দেখিবদ্দিনাথকে বাড়ির সবাই খুব যত্ন আদর করিতেছে। দিন দুই তিন বাসায় থাকিল, একদিন সকালে বদ্দিনাথ চা খাইতেখাইতে আমারই সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে, বউদিদিআসিয়া বলিলেন,—বোদে, এই বাটি রইলো আরঠাকুরপোর কাছ থেকে দশটা পয়সা নিয়ে ওই মোড়েরদোকান থেকে সর্ষের তেল নিয়ে আসিস তো! বদ্দিনাথকে পয়সা বাহির করিয়া দিলাম চা খাওয়ার পরে। বদ্দিনাথকাঁসার বাটিটা হাতে করিয়া পয়সা ট্যাঁকে গুজিয়া বাহিরহইয়া গেল। সকাল সাড়ে সাতটার বেশি নয়।

বদ্দিনাথের সঙ্গে পুনরায় দেখা বছরখানেক পরে, হঠাৎ একদিন কলকাতায়, সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটের মধ্যে একটা গলির মোড়ে। জীর্ণ, মলিন, ছন্নছাড়া মূর্তি—খালি পা, বড়বড় ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল, যেমন ময়লা কাপড় পরনে, ততোধিকময়লা জামা গায়ে।

প্রথম কথাই আমার মুখ দিয়া কি জানি বাহির হইয়াগেল, হ্যাঁ রে বোদে, বাটিটা কি করলি রে ?

এই এক বৎসর যেন ওই কথাটা জানিবার জন্যই হাঁ করিয়া ছিলাম। বদ্দিনাথ বিপন্নমুখে কি একটা জবাব দিবার দু'একবার চেষ্টা করিতে গিয়া যেন বিষমখাইল এবং হঠাৎসুড়ুৎ করিয়া পাশের গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া দ্রুতপদেঅদৃশ্য হইয়া গেল।